আ'যীমাত ও রুখসাত

ইসলামী শারীয়া'হ মানুষকে দুই পদ্ধতিতে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। একটি আ'যীমাত আর অপরটি রুখসাত।

আ'যীমাতঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত।

রুখসাতঃ রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। কঠিন অবস্থায় পতিত হলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিয়েছেন। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নেয়ার নাম রুখসাত।

আ'যীমাত ও রুখসাতের বিধানঃ ইসলামী বিধান মতে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতিই সমান ভাবে অনুমোদিত। দুই পদ্ধতির গুরুত্বই সমান।

আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর অটল ভাবে অবিচল থাকা মোটেই নির্বুদ্ধিতা, বা নিন্দনীয় নয়। বরং ইহা ইসলামী বিধানে অনুমোদিত আ'যীমাত পদ্ধতি। আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়া যায়। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ অবশ্যই উপযুক্ত বিনিময় দেন, বরং নিজ দয়ায় আরো বাড়িয়ে দেন। আর এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না। বা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। ইহা হচ্ছে ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কোন অংশেই কম নয়।

উপমাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাদের থেকেই পাওয়া যায়।

আ'যীমাতের নমুনাঃ আ'যীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রাঃ।

পরিচিতিঃ তিনি খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আ'মির আল-আ'উসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের, দৃঢ় মনা, খ্যাতনামা বীর ছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকেই মুসলমান হয়ে ছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করে ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করে ছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগত ভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুইটি গুত্র মদিনায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও ক্বুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করল। তাদের অনুরধে রাসূল সাঃ ১০জন সাহাবীর একটি দল পাঠিয়ে ছিলেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব রাঃও এই দলে শামিল ছিলেন।

হুযাইলের এলাকা অতিক্রম কালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশ তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে আত্মসমর্পন করতে বলল এবং ওয়াদা করল, আত্মসমর্পন করলে কাউকে হত্যা করা হবে না। আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোন কাফিরের কথায় বিশ্বাস করে আত্মসমর্পনে আমি রাজি নই। তিনি তীর চালিয়ে দিলেন এবং লড়াই শুরু করে দিলেন। তিনি সহ মোট সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন এই তিনজনের একজন।

একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হল। এক সাহাবী বললেনঃ ইহা তোমাদের প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে আস্বিকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল।

খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হল। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইবকে কিনে নিল। হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার হায়ের উপর বসা। আমি আঁকতে উঠলাম। খুবাইব বললঃ ভাবছ আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভাল বন্দি আর দেখিনি।

হারামের বাহিরে তানঈ'ম নাম স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হল এবং খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হল। তিনি দুই রাকায়াত নামাযের সুযোগ চাইলেন। তারা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত নামায পড়লেন। এবং বললেনঃ মন চাইছিল নামাযটা আরো দীর্ঘ করি। কিন্তু করিনি। কারন তোমরা ভাববেঃ মরণের ভয়ে কাল ক্ষেপণ করছি।

খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বললঃ খুবাইব! তোমার জাগায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? এমন হলে তোমাকে ছেড়ে দিতাম। খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃর গায়ে একটা কাটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।

আবু-সুফিয়ান বললঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালবাসা নজির বিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারী সহ অনেক কিতাবে বর্নিত হয়েছে)

খুবাইব রাঃর এই কাজ ছিল আ'যীমাত। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ রাহিঃও আ'যীমাতের উপর আমল করেছেন। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকেই তিনি মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার।

রুখাসাতের নমুনাঃ রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আ'ম্মার বিন ইয়াসার রাঃ।

পরিচিতিঃ আম্মার বিন ইয়াসার রাঃর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করে ছিলেন।

ইয়াসার পরিবার শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেম। এবং এজন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলামের কারনে সুমাইয়্যাহকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দুইজনই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।

আ'ম্মারের উপরও অবর্ননীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আ'ম্মার। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে

নিয়েছি। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ জী, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছুই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ

কেউ ঈমানের পর কুফর করলে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে) তবে তাকে বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকলেন (কোন পাপ হবে না)। কিন্তু স্বেচ্ছায় কুফর করলে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬ নাহলঃ ১০৬)

আম্মার রাঃর এই কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে রুখসাতের উপর আমল করা দুষের কিছু নয়।

www.muftisaeed.org.uk